তারিখ ... MAY 24-1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে উত্তেজনা কাটে নাই ॥ বিবদমান দলগুলি শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটানোর ফলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অব্যাহত রহিয়াছে। ছাত্রশিবির তাহাদের ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচীর ২য় দিনে গতকাল

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(রবিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবাহী বাস চলাচলে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে তাহা ব্যর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ৩১শে মে পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষ হইতে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে বৈঠকে বসার আহ্বান জানানো হইলেও এখনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির হলে তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকায় যেকোন মুহূর্তে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধার আশংকা রহিয়াছে। গত শনিবার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার দাবী জানায়।

এদিকে গতকাল (রবিবার) সকালে ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি'র নিকট এক স্মারকলিপিতে জোবায়ের হত্যাকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানায়। অন্যথায় তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচী পালন করিবে বলিয়া হুমকি প্রদান করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বিগ্ন। কারণ আগামী জুন মাস হইতে শেষ বর্ষ মাষ্টার্সের পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহাছাড়া ১ম বর্ষ ভর্তি কার্যক্রমও ক্যাম্পাসের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ব্যাহত হইতেছে।